ঐতিহ্যে-উত্তরাধিকারে
জাতীয় গ্রন্থাগার

শঙ্করপ্রসাদ চক্রবর্তী

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

লেখকের কথা

'ঐতিহ্যে উত্তরাধিকারে জাতীয় গ্রন্থাগার' গ্রন্থটি আমার দীর্ঘ প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি। ১৯৮৭ সালের কথা। আঠারো উত্তীর্ণ সদ্য তরুণ আমি সবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাবিভাগে ভর্তি হয়েছি। আঠারো উর্ধ্ব ভারতীয় নাগরিক হওয়ার সুবাদে তখন থেকেই জাতীয় গ্রন্থাগারের পাঠক। তারও কয়েকবছর আগে সদ্য কৈশোরে পড়া আমি অভিভাবকদের সঙ্গে চিড়িয়াখানা দেখতে এসে অকস্মাৎ সুযোগ পেয়েছিলাম জাতীয় গ্রন্থাগার দেখার। গ্রন্থাগারের সবুজ গালিচাঘেরা পরিবেশকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম সেদিনই। কোলাহল মুখর কল্লোলিনী কলকাতার বুকে পল্লীর এই নিস্তব্ধতার স্মৃতি অনুক্ষণ বয়ে নিয়ে বেড়িয়েছিলাম যতক্ষণ না গ্রন্থাগারের পাঠক হিসাবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পাই। এই সময়ই জেনেছিলাম চোদ্দ অনূর্ধ্ব শিশু-কিশোরেরা এর শিশুবিভাগের পাঠক হতে পারে কিন্তু আঠারো মধ্যবর্তী কয়েকটি বছর সম্পর্কে গ্রন্থাগার নীরব। এর উত্তর পেতেই আলোড়িত হয়েছিল আমার মন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে বারবার এখানে আমাকে আসতে হয়েছে। জানতে পেরেছি নির্ধারিত পাঠ্যসূচির বাইরে সাহিত্যের বৃহত্তর জগতকে। পরবর্তীকালে উচ্চতর গবেষণার ক্ষেত্রে জাতীয় গ্রন্থাগার ছিল আমার দৈনন্দিন জীবনের সাথী। আজও তার ধারা বজায় আছে। ভবিষ্যতেও তা থাকবে। ওয়ারেন হেস্টিংস তথা ইংরেজ ভাইসরয়দের স্মৃতি-বিজড়িত বেলভেডিয়ার মূল পাঠকক্ষে (আজ স্থান পরিবর্তন করে হয়েছে 'ভাষাভবন') পাঠ নিতে নিতে দেখেছি বিপরীত প্রান্তে পাঠ নিতে আসা ধ্যানতন্ময় ব্যক্তিত্বদের। এখানে দেখেছি শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতের বিদগ্ধ মানুষদের নিবিড় সাধনাকে, ছাত্রছাত্রীদের তথ্য অনুসন্ধানের আকুতিকে, গবেষকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাকে, জ্ঞানানুসন্ধানী পাঠকের আগ্রাসী পাঠতৃষ্ণাকে। শুধু বেলভেডিয়া নয়, গ্রন্থাগারের অন্য পাঠকক্ষগুলিতেও একই চিত্রের দৃশ্যায়ন চোখে পড়েছে বারবার।

২০০২ -এর শেষের দিকের কোন এক শীতের দ্রুত হারিয়ে যাওয়া বিকালে গ্রন্থাগারের কোন এক পরিচিত আধিকারিকের কাছে কথা প্রসঙ্গে জানতে পেরেছিলাম আসন্ন সামনের বছরটা জাতীয় গ্রন্থাগারের পক্ষে স্মরণীয়। জাতীয় গ্রন্থাগারের শতবর্ষ। তারই প্রস্তুতি-সংক্রান্ত বিষয়ে চিন্তাভাবনা চলছে। আমার উচ্চতর গবেষণার শেষপর্ব তখন। সেই হিসাবে বেলভেডিয়া আমার দৈনন্দিন জীবনের পরম বন্ধু। তখন থেকেই যে বিষয়টা আমাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল তা হল বাংলায় 'জাতীয় গ্রন্থাগার' সংক্রান্ত একটিও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ নেই কেন। অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায়ও বা কেন একে বিষয় করে কোনো উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা হয়ে উঠল না। অথচ হওয়া উচিত ছিল। শতাব্দী প্রাচীন 'অ্যান ইনস্টিটিউশন অব ন্যাশনাল ইম্পর্টেন্স'

-এর এটুকু সম্মান প্রাপ্য বই কি। (যদিও বি. এস. কেশবনের ১৯৬১ সালে প্রকাশিত 'ইন্ডিয়াজ ন্যাশনাল লাইব্রেরি' গ্রন্থটি একটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা। উমা মজুমদারের এ সংক্রান্ত একটি প্রচেষ্টার কথাও জানা যায়। তবে সবটাই ইংরাজি ভাষায়।)

জানা গেল তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ড. রামানুজ ভট্টাচার্যকে শতবর্ষ পালনের সামগ্রিক রূপরেখা প্রস্তুত করার দায়িত্ব দিয়েই পাঠানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতিমন্ত্রক শতবর্ষ পালনসংক্রান্ত বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহী। ১৯০৩ -এর ৩০শে জানুয়ারির বর্ণময় বিকালে তৎকালীন বাংলাদেশের বহু কৃতী সন্তানের উপস্থিতিতে লর্ড কার্জন উদ্বোধন করেছিলেন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির। স্বাধীন ভারতে যার পরিচয় 'ন্যাশনাল লাইব্রেরি'। ১৯৫৩-এর ১লা ফেব্রুয়ারি সেই হিসাবে গ্রন্থাগারের পঞ্চাশ বছর পূর্তির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও ছিল রথী-মহারথীদের ভিড়। তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়, রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক হুমায়ুন কবির —কে নয়। সেই সমস্ত সাল-তারিখ ধরে ২০০৩-এর ৩০শে জানুয়ারি থেকে সূচনা হল জাতীয় গ্রন্থাগারের শতবর্ষের। ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক ড. রামানুজ ভট্টাচার্য একটি প্রচলিত দৈনিক সংবাদপত্রে গ্রন্থাগারের শতবর্ষকে কেন্দ্র করে রবিবাসরীয় লেখা উপলক্ষে লেখককে শুনিয়েছিলেন শতবর্ষ-সংক্রান্ত বেশ কিছু পরিকল্পনার রূপরেখা। ছাত্রজীবনের প্রথম দিকের সুপ্ত থাকা জিজ্ঞাসাটা আরও স্পষ্ট হল, 'The apex of the library system in the Nation' —জাতীয় গ্রন্থাগারকে নিয়ে বাংলায় কোনো উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের অনুপস্থিতি আমার কাছে এক ধরনের অসম্পূর্ণতা হিসাবেই বিবেচিত হয়েছিল। একই বিষয় সত্য অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার ক্ষেত্রেও। মনে হয়েছিল কলকাতার বুকে দীর্ঘদিন আমাদের অনেকের চেতনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত থাকা এই প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্যমণ্ডিত অতীতকে অস্বীকার করা যায় না। সেইজন্যই আমাদের জানতে হবে, "আওয়ার ন্যাশনাল লাইব্রেরি ইজ্ হিস্টোরিকালি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য ইন্টালেকচুয়াল মুভমেন্ট ইন আওয়ার কান্ট্রি হুইচ ক্রিয়েটেড দ্য রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল ইন 1784।"

আজকের জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠার বীজ সুপ্ত ছিল ১৮৩৬-এ ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির জন্মলগ্নে। ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি থেকে আজকের জাতীয় গ্রন্থাগার প্রায় একশো সত্তর বছরের ইতিহাসের পর্বে পর্বে জড়িয়ে আছে উনিশ শতকের বাঙালি নবজাগরণের ইতিহাস। পরাধীন ভারতের সাড়া-জাগানো বহু অকথিত কাহিনি। একদা ভারতের রাজধানী এমনকি অনেকের মতে আজও দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির রাজধানী কলকাতার বুকে প্রতিষ্ঠিত এই সারস্বত সাধনার কেন্দ্রটি নিয়ে আমরা সবাই কি সচেতন? আত্মসমালোচনা মনে হয় এসেই যায়।

আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটিকে খানিকটা অপরিকল্পিতভাবেই কয়েকটি পর্বে বিন্যস্ত করেছি। প্রথম অধ্যায়ে জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেবার প্রচেষ্টা রয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে গ্রন্থাগারের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে পিছনে ফিরে দেখার তাগিদ অনুভব করেছি। তৃতীয় অধ্যায়ে বিবৃত করেছি গ্রন্থাগারের সামগ্রিক পরিকাঠামো। প্রতিটি বিভাগ সম্পর্কে

আছে তথ্যসমৃদ্ধ বিবরণ। চতুর্থ অধ্যায়ের কেন্দ্রীয় চরিত্র শতবর্ষের পাঠক। পঞ্চম অধ্যায়ে আছে শতবর্ষের পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত বিবৃতি এবং একবিংশ শতাব্দীতে জাতীয় গ্রন্থাগারের অস্পষ্ট চিত্রাঙ্কন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে শতাব্দী প্রাচীন এই প্রতিষ্ঠানের সমস্যা ও সমস্যা উত্তরণের ভাবনার প্রতিই আলোকপাত করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে আছে বিশ্বের প্রতিনিধি স্থানীয় কয়েকটি জাতীয় গ্রন্থাগারের সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা এবং একই সঙ্গে বিশ্বের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি জাতীয় গ্রন্থাগারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।

গ্রন্থসংক্রান্ত তথ্যানুসন্ধান ও কাজকর্ম করতে গিয়ে বারবার মনে হয়েছে জাতীয় গ্রন্থাগারের উপযোগিতা ও কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা সমাজের একটি সংক্ষিপ্ত অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আমাদের রাজ্যের দূরবর্তী জেলার মেধাসম্পন্ন অনুসন্ধানরত ছাত্রছাত্রী ও অন্যান্য বহু পাঠকের কাছে গ্রন্থাগার সম্পর্কিত ধারণাটি স্পষ্ট নয়। তেমনি স্পষ্ট নয় ভিনরাজ্যের বহু জ্ঞানানুসন্ধানী ছাত্রছাত্রী, গবেষক ও পাঠকের কাছেও। গ্রন্থাগারের অমূল্য সম্পদকে দেশের বিভিন্ন অংশে উন্মোচিত করার প্রয়োজনমুখী পরিকল্পনা সত্বর প্রয়োজন। 'অ্যান ইনস্টিটিউশন অব ন্যাশনাল ইম্পর্টেন্স'— দেশের এই শীর্ষ গ্রন্থাগারটি দেশের বৃহত্তর পাঠক সমাজে আশানুরূপ প্রসার ও প্রচার পায়নি। একইসঙ্গে পরিলক্ষিত হয়েছে কম্পিউটার ইন্টারনেটের পরিষেবা তথা পাঠক পরিষেবার আধুনিক ক্ষেত্রগুলি বেলভেডিওর ক্যাম্পাসে এখনো পর্যন্ত তেমনভাবে সক্রিয় নয়। আগামী দিনগুলিতে এই অবস্থার দ্রুত রূপান্তর ঘটবে আশা করি।

এই গ্রন্থ রচনায় পূর্বতন ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা ড. রামানুজ ভট্টাচার্য ও বিশিষ্ট গবেষক পি.টি. নায়ারের সহযোগিতা ও নির্দেশনা কোনোভাবেই ভোলবার নয়। বিস্মৃত হবার নয় গ্রন্থাগারের আধিকারিক ও কর্মীদের এক অংশের উৎসাহ ও সহযোগিতা। উল্লেখ করতেই হবে 'পুনশ্চ' পাবলিকেশনের কর্ণধার সন্দীপ নায়কের কথা। তার অসামান্য সহযোগিতা কোনোভাবেই বিস্মৃত হবার নয়। বিস্মৃত হবার নয় আমার পরিবারের প্রতিটি সদস্যের অক্লান্ত সহযোগিতা।

লেখক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র নয়। কিন্তু বিষয়টির প্রতি রয়েছে অপরিসীম আগ্রহ। খানিকটা সেই দুঃসাহস নিয়েই প্রবৃত্ত হয়েছে এরকম একটি গ্রন্থ রচনায়। তথ্যগত ভুলত্রুটি কিছু থাকতেই পারে, থাকতে পারে মুদ্রণজনিত কোনো ত্রুটি, কোনো সুনির্দিষ্ট বক্তব্যে কেউ প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে আহত হতে পারেন— এই সমস্তটুকুর ক্ষেত্রেই লেখক আগাম দুঃখপ্রকাশ করছেন। পাশাপাশি একথাও স্বীকার্য যে বিশেষ দায়বদ্ধতার জায়গা থেকেই লেখক এই গ্রন্থ রচনায় প্রণোদিত।

এই গ্রন্থের যথার্থ মূল্যায়ন করবে সময়। গ্রন্থের প্রকৃত বিচারক পাঠক-সমাজ। লেখকের তাদের প্রতি যথেষ্ট আস্থা ও শ্রদ্ধা রয়েছে। জাতীয় গ্রন্থাগার তথা গ্রন্থাগার বহির্ভূত বৃহত্তর পাঠক সমাজের মুষ্টিমেয় ক'জনও যদি এই গ্রন্থপাঠে উৎসাহিত তথা উপকৃত হয় তবে লেখকের পরিশ্রম সার্থক বলে বিবেচিত হবে।

জানুয়ারি, ২০০৫ — শঙ্করপ্রসাদ চক্রবর্তী

কলকাতা

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

গ্রন্থ রচনায় বিশেষ কয়েকজন ব্যক্তির ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। পূর্বেই উল্লিখিত জাতীয় গ্রন্থাগারের ভূতপূর্ব অধিকর্তা ড. রামানুজ ভট্টাচার্যের উৎসাহ ও প্রেরণার কথা। প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হয়েছে কলকাতা-বিশেষজ্ঞ ও শ্রদ্ধেয় গবেষক পি.টি.নায়ারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়টিও। জাতীয় গ্রন্থাগারের কয়েকজন আধিকারিকের অবদানও এক্ষেত্রে বিস্মৃত হবার নয়। বিস্মৃত হবার নয় জাতীয় গ্রন্থাগারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিক তথা গ্রন্থাগার ও তথ্য আধিকারিক মজাহুরুল ইসলামের আন্তরিক সহায়তা। সহায়তা পেয়েছি সহকারী গ্রন্থাগার ও তথ্য আধিকারিক তপন সরকার, আরতি দত্ত, মালবিকা ঘোষের কাছ থেকেও। কোনো কোনো পর্বে সহায়তা করেছেন প্রাক্তন আধিকারিক উমা মজুমদার এবং সহকারী গ্রন্থাগার ও তথ্য আধিকারিক সাফল্য নন্দী। সহযোগিতা পেয়েছি গ্রন্থাগারের দুই কর্মী সংগঠন ন্যাশনাল লাইব্রেরি স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন ও ন্যাশনাল লাইব্রেরি এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের থেকেও। লেখনীর বিভিন্ন পর্বে আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন গ্রন্থাগার অধিকর্তার ব্যক্তিগত সহকারী অশোক সাহা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থগারের কাছেও দু-একটি ক্ষেত্রে আমি ঋণী। বর্তমান অধিকর্তা ড. সুধেন্দু মণ্ডলও এই প্রচেষ্টা সম্পর্কে অবহিত। তিনিও উৎসাহিত করেছেন। উৎসাহিত করেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক শ্রী কুশাল চট্টোপাধ্যায়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিভাগের অধ্যাপক শ্রী কৃষ্ণপদ মজুমদার। শ্রদ্ধেয় শ্রী প্রবীর রায়চৌধুরীও এই প্রচেষ্টায় উৎসাহিত করেছেন। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাক্তন সভাপতি তথা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় অমলেন্দু দের উৎসাহও পেয়েছি। ব্যক্তিগতভাবে উৎসাহ পেয়েছি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা শিক্ষাবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ডিন অর্জুন দাশগুপ্তের কাছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কর্মী পুলক সাহার সহায়তাও স্মরণে থাকবে। এ ছাড়াও রয়েছে জাতীয় গ্রন্থাগারের বহু পাঠকের উৎসাহ ও সহযোগিতা এবং আমার সহকর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক ইচ্ছা।

বিশেষভাবে ঋণী পুনশ্চ প্রকাশনার কর্ণধার সন্দীপ নায়কের কাছে। তার অদম্য প্রেরণা আমাকে উৎসাহিত করেছে বারবার। এ ছাড়াও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ জাতীয় গ্রন্থাগারের বৃহত্তর পাঠক সমাজের কাছে। তাঁরাও আমাকে সহায়তা করেছেন। সহায়তা করেছেন প্রাক্তন অধিকর্তা শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত। তাঁর বিভিন্ন সময়ের গ্রন্থাগার-সম্পর্কিত বক্তৃতামালা আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। পরিশেষে বলতে হয় অপরিসীম কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ আমি আমার পরিবারের প্রতিটি সদস্যের কাছে। তাঁদের আন্তরিক উৎসাহ ও সহায়তা ছাড়া আমার পক্ষে কোনোভাবেই এই গ্রন্থরচনা সম্ভব হত না। এছাড়াও রয়ে গেছে চলার পথে পরিচিত বেশ কিছু শুভানুধ্যায়ী। তাঁদের আন্তরিক সদিচ্ছার মূল্য সীমাহীন।

সূচিপত্র

সংজ্ঞা, সাধারণ ধারণা ও কার্যাবলি	৩৩
ঐতিহ্যময় ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে	৪৯
পরিকাঠামোগত বিন্যাস বিভিন্ন বিভাগের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা	৬৯
শতবর্ষের পাঠক	১৫১
শতবর্ষের ভাবনা ও একবিংশ শতাব্দীর দৃশ্যপটের আলোয়	১৮৩
শতাব্দীর সন্ধিতে জাতীয় গ্রন্থাগার সমস্যা ও উত্তরণের ভাবনা	২০৫
আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গে সংক্ষিপ্ত তুলনা— কয়েকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয়	২৪৩
আশুতোষ সংগ্রহাবলির ইতিহাস এবং ক্রমবৃদ্ধি	২৭৫

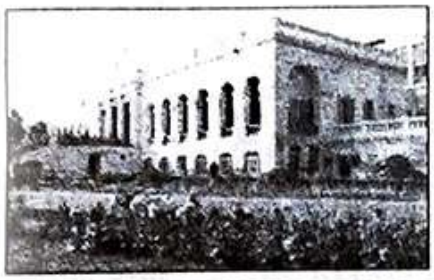

ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার
সংজ্ঞা, সাধারণ ধারণা ও কার্যাবলি

"National libraries– Libraries formally established by a country to perform national function– are now the accepted fact of library life but they are historically or relatively recent phenomenon." (International History of Library Science – Vol – (1) Edited– David H. Stam)

জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে আলোচনার প্রাথমিক পাঠ হিসাবে আমরা এর সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণায় উপনীত হবার চেষ্টা করব। মূলত জাতীয় গ্রন্থাগারের ধারণাটা আধুনিক। কিন্তু এর ভিত্তিভূমি প্রাচীন। সেই ভিত্তিভূমির প্রতি দিকনির্দেশ করেই বলা হয়েছে, "National libraries came into being with the establishment of the National library in Paris and the library in the University of Prague in 1350."[১]

গুটেনবার্গ ১৪৫১ সালে জার্মানিতে ছাপাখানা আবিষ্কারের পর ফ্রান্সের 'বিবলিও-থেক ন্যাশনেলে' ব্রিটেনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম এবং বার্লিনের রয়েল লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমি তৈরি হতে থাকে। মানুষের গ্রন্থের প্রতি আগ্রহ মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পায়। তবু প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায় জাতীয় গ্রন্থাগারের ধারণাটা আধুনিক। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এর প্রতিষ্ঠা। ১৮০০ সালের একটি মূল্যবান পত্রিকা থেকে জানা যায় যে ২০টির উপর জাতীয় গ্রন্থাগার অবস্থান করছে। এর সমস্তই মূলত ছিল ইয়োরোপ-কেন্দ্রিক। ঊনবিংশ শতাব্দীতে অবশ্য জাতীয় গ্রন্থাগারের ধারণাটি ছড়িয়ে পড়ে ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে, তেমনি দক্ষিণ আমেরিকাতেও। সেই সময় বহু দেশে জাতীয় গ্রন্থাগারের বিশাল অট্টালিকা সদৃশ ভবন জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। কিন্তু বহুক্ষেত্রেই এর সংগ্রহ ছিল সীমিত। তবু জে এস শর্মার মতে, "The 18th century was the period of Private libraries while the 19th century was the Period of great national collections."

এর পরবর্তী পর্যায়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি পর্বে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জাতীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও বিস্তৃতির ঢেউ এসেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিপর্বের ঐতিহাসিক মুহূর্তে ও আফ্রিকা ও এশিয়ার বহু দেশ ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বচ্ছ চিন্তা ও মুক্ত ভাবনার প্রতি আন্তরিকতা জ্ঞাপন করেই 'বই'-এর প্রতি তাদের ভালোবাসা সাড়ম্বরে ঘোষণা করেছিল। ১৯০০ থেকে ১৯৬৫ এর মধ্যে এমনকি বহু উন্নত দেশ 'জাতীয় গ্রন্থাগার' প্রতিষ্ঠা করেছিল। সমস্ত ঐতিহাসিক পটভূমি বিশ্লেষণ করে মোরিক-বি-লাইন

তাঁর 'ন্যাশনাল লাইব্রেরিজ' প্রবন্ধে বলেছেন— "National libraries is the more or less modern sense began to appear in the 18th century. In the nineteenth century nearly all other countries in Europe established national libraries, as did most countries in South America."[২] কিন্তু জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে সাম্প্রতিক ধারণা পরবর্তী পর্যায়ে বহু অদল-বদলের মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট রূপ পায়। সেটা খুব বেশিদিনের কথা নয়। ওই একই প্রবন্ধে লেখককে সেইজন্য বলতে হয়, "The National Library as understood today is a creation of the last fifty years." আমরা জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ের অনুসন্ধান করার পর এর আপাতগ্রাহ্য সংজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

বিগত দু'শতাব্দী ধরেই জাতীয় গ্রন্থাগারের নিরপেক্ষ সংজ্ঞা নিয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রথিতযশা পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষণীয়। অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় ১৯৫৮ সালের ৮ থেকে ২৭শে সেপ্টেম্বর ইউনেস্কোর ইয়োরোপের জাতীয় গ্রন্থাগারগুলি সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে কিছু দিক্ নির্দেশ করা হয়। এখানে বলা হয়, "National library of a country is the one responsible for collecting conserving the whole of the countries Book Productions for the benifit of future generation"[৩] এ প্রসঙ্গে একথা স্মর্তব্য যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে জাতীয় গ্রন্থাগারের কোনো উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা ছিলনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী একাধিক দেশের জন্ম, নতুন গড়ে ওঠা ভৌগোলিক বিন্যাস, বহু দেশের মৌলিক কাঠামোগত পরিবর্তন ও চিন্তাভাবনার বৈপ্লবিক পরিবর্তন -এর সংজ্ঞা ও ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ১৯৫৮ -তে উপরোক্ত আলোচনায় আমরা তাই পরিবর্তনের প্রতিফলন লক্ষ করতে শুরু করি। ১৯৭০-এ ইউনেস্কোর সাধারণ সভার ১৬তম অধিবেশনে অনেকটা পূর্বোক্ত ভাবনারই প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। ইউনেস্কোর সাধারণ সভার ১৬তম অধিবেশনে জাতীয় গ্রন্থাগারের যে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দেওয়া হয় এখনো পর্যন্ত তাকেই আমরা স্বীকৃতি দিয়ে থাকি। "National libraries which irrespective of their title, are responsible for acquaring and conserving copies of all significant publications published in the country and functioning as a deposit library, either, by law or under other arrangement. They will normally perform some of the following function : Produce a national Bibliography, hold and keep up to date a large and representative collection of foreign literature including books about the country, act as a bibliographical information centre, compile union catalogue, publish the retrospective national bibliography. Libraries which may be called national but whose functions do not correspond to the above definition should not be placed in the national libraries category."[৪]

প্রতিটি দেশেই জাতীয় গ্রন্থাগার বিশেষ মর্যাদার ধারক ও বাহক। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বই ও পত্রপত্রিকার এমন সুবিশাল ভাণ্ডার দেশের অন্য কোনো গ্রন্থাগারে থাকা সম্ভবপর নয়। দেশ ও বিদেশের গ্রন্থরাজির সুবিশাল ভাণ্ডার ও বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত সমস্ত তথ্যরাজির

গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ যেমন এর অন্যতম দায়িত্ব তেমনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও বোঝাপড়ার সেতু হিসাবে আমরা একে চিহ্নিত করতে পারি। প্রশ্ন আসে জাতীয় গ্রন্থাগারের অনন্যতা কোথায় যা তাকে একটি বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছে! বিশিষ্ট পণ্ডিতদের মতে কোনো দেশের ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বিশেষভাবে প্রকাশ করার গুরুদায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠানের। বিশিষ্ট পণ্ডিতের মতে, "National libraries are a potent symbol of National identity and Culture"[৫] দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক-বাহক হিসাবে দায়িত্ব পালনের পরেও আরও অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে হয় একে। দেশজুড়ে তথ্যের আদান-প্রদানের পাশাপাশি, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-অর্থনীতি-দর্শন সহ সারা বিশ্বজোড়া সাম্প্রতিক উন্নয়নের খবরাখবরের মূলকেন্দ্র হিসাবেও এর ভূমিকা সীমাহীন।

জাতীয় গ্রন্থাগারের বিশেষত্বের দিক নির্দেশ করতে গিয়ে উমা মজুমদার তাঁর 'ইন্ডিয়াজ ন্যাশনাল লাইব্রেরি—সিসটেমাইজেশন অ্যান্ড মর্ডানাইজেশন' গ্রন্থে দেশের অন্যান্য গ্রন্থাগারের সঙ্গে জাতীয় গ্রন্থাগারের তুলনা করেছেন— "It is right that compared, to other libraries of a country, The National libraries occupies an Independent and exceptional position in regard to the richness and largeness of its archival and vintage collection, building, skilled professional etc."[৬] এখানে তিনি জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য দিক্‌নির্দেশ করেছেন।

১৯৫০ থেকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে জাতীয় গ্রন্থাগারের সংজ্ঞা, তার কার্যাবলি, সমস্যা, উন্নয়নের সুবিধা -অসুবিধা— এ সমস্ত নিয়েই বারবার উল্লেখযোগ্য আলোচনা সংঘটিত হয়েছে। ইউনেস্কোর উদ্যোগেই মূলত পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে এই ধরনের মূল্যবান আলোচনাচক্র সংঘঠিত হয়েছিল। মোটামুটিভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আলোচনাচক্র হল ঃ

ক) ১৯৫৫ -এর অক্টোবরে দিল্লিতে ইউনেস্কোর আলোচনাচক্র—এশিয়ায় জনগ্রন্থাগারের উন্নতি।

খ) ইয়োরোপের জাতীয় গ্রন্থাগার শীর্ষক ইউনেস্কো আয়োজিত সম্মেলন (8-27 সেপ্টেম্বর, 1958)।

গ) ইউনেস্কো আয়োজিত স্থানীয় আলোচনাচক্র— এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় জাতীয় গ্রন্থাগারগুলির উন্নয়ন—ম্যানিলা, ফিলিপাইন ৩-১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪।

ঘ) কোয়াটোতে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ আমেরিকার গ্রন্থাগার পরিষেবার জাতীয় পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞদের সভা — ৭ থেকে ১৪ই অক্টোবর, ১৯৬৬।

ঙ) এশিয়ার গ্রন্থাগার পরিষেবা সংক্রান্ত জাতীয় পরিকল্পনা— বিশেষজ্ঞদের নিয়ে ইউনেস্কো মিটিং — কলম্বো, ডিসেম্বর ১৯৬৭।

চ) ১৯৬৩তে ব্রিটেনের বাটুরএ জাতীয় গ্রন্থাগার সংক্রান্ত আলোচনাচক্র —বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা বিভাগ-গ্রন্থাগার সমিতি গ্রেটব্রিটেন।

মূলত এর পরেও আরও দু'একটি উল্লেখযোগ্য আলোচনাচক্র সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু মোটামুটিভাবে ১৯৭০-এ ইউনেস্কোর সাধারণ সভার ১৬তম অধিবেশনে যে আপাতগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তার থেকে খুব বেশি রদবদল ঘটেনি।

প্রাথমিকভাবে জাতীয় গ্রন্থাগারের সংজ্ঞা সংক্রান্ত আলোচনা অন্তে এর কার্যাবলি আলোচনার আগে 'জাতীয় গ্রন্থাগার' শব্দটির প্রয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে কয়েকটি কথা উল্লেখ করব। জাতীয় গ্রন্থাগার শব্দটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে। কয়েকটি দেশে 'ডি-ফ্যাক্টো' জাতীয় গ্রন্থাগারের উপস্থিতি লক্ষ করবার মতো। জাতীয় বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থাগার আনকমন নয়। বিভিন্ন দেশে 'জাতীয় বিজ্ঞান গ্রন্থাগারে'র উপস্থিতি লক্ষণীয়। ডেনমার্কে 'জাতীয় বিজ্ঞান ও ওষুধ' সংক্রান্ত গ্রন্থাগার প্রাসঙ্গিকক্রমে আসে। একাধিক দেশে আছে 'জাতীয় প্রযুক্তি গ্রন্থাগার'। আমেরিকার 'লাইব্রেরি অব কংগ্রেস' ছাড়াও 'ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব মেডিসিনে'র অবস্থানের কথা জানা যায়, জানা যায় 'ন্যাশনাল টেকনোলজি লাইব্রেরি'র কথা। জাতীয় ক্ষেত্রে কতগুলি অর্থে জাতীয় গ্রন্থাগার শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন — 'ন্যাশনাল লাইব্রেরিজ ফর দ্য ব্লাইন্ড'। দু'একটি ক্ষেত্রে তা জাতীয় গ্রন্থাগারের অঙ্গীভূত। ইয়োরোপের কয়েকটি দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলি জাতীয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা পালন করে। বলিভিয়া, কাম্পুচিয়া, জাম্বিয়া প্রভৃতি কয়েকটি দেশে 'ন্যাশনাল লাইব্রেরি' ও 'ন্যাশনাল আর্কাইভস' একসঙ্গে গাঁথা। কয়েকটি দেশে জাতীয় গ্রন্থাগার জন গ্রন্থাগার হিসাবেও ভূমিকা পালন করে। উদাহরণ হিসাবে আমাদের দেশের কথা উল্লেখ করা যায়। কয়েকটি দেশে দুটি জাতীয় গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব আছে। ডেনমার্কের 'রয়েল লাইব্রেরি অব কোপেনহেগেন' এবং 'এস্টেট অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি অব অ্যারাস' দুটোই আইনগতভাবে ডিপোজিট করতে পারে। ইতালিতেও দুরকম জাতীয় গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব আছে— রোম এবং ফ্লোরেন্সে। এরা এদের কার্যাবলি সমভাগে ভাগ করে নিয়েছে। পূর্বতন চেকোশ্লোভাকিয়া ও যুগোশ্লোভাকিয়াতেও একাধিক জাতীয় গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়।

ইউনেস্কোর 'সেমিনার অন ডেভেলপমেন্ট অব পাবলিক লাইব্রেরি' নামে যে আলোচনা চক্র দিল্লিতে ১৯৫৫-এর অক্টোবরে অনুষ্ঠিত হয় সেখানে জাতীয় গ্রন্থাগারের কার্যাবলির প্রসঙ্গ আলোচিত হয়। যেখানে বলা হয়—

"It should collect all literary and related materials concerned with the nation, both current publications under copyright deposit and historical materials, be a conservatory of materials concerned with world culture and the natural main source in the country of such material for scholars and research workers ; act as the authority for the compilation of the national bibliography, this stemming naturally from its functions as a copyright deposit library; serve as the focal point and organising agency for national and international inter loan of books ; and it should be the organizing centre for national and international book exchange."[৭]

১৯৫৮ -তে ইউনেস্কো আয়োজিত ইয়োরোপের জাতীয় গ্রন্থাগার শীর্ষক আলোচনা জাতীয় গ্রন্থাগারের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ফলক। আলোচনাচক্রের উল্লেখযোগ্য

বিষয়গুলি লক্ষ করলে দেখা যায় জাতীয় গ্রন্থাগারের কার্যাবলি নিয়ে এই আলোচনাচক্রের ভাষ্য ছিল নিম্নরূপ ঃ

ক) জাতীয় গ্রন্থাগার সমস্ত জাতীয় ছাপানো প্রকাশনার আহরণ ও সংরক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত।

খ) জাতীয় গ্রন্থাগার ছাপার হরফে প্রকাশিত দেশের সমস্ত প্রকাশনার অধিগ্রহণ ও সংরক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত।

গ) জাতীয় ছাপানো প্রকাশনার অবিকৃত সংরক্ষণ এর দায়িত্ব।

ঘ) দেশের রচনাপঞ্জী সংক্রান্ত পরিষেবা দান এবং সাম্প্রতিক রচনাপঞ্জী প্রস্তুতকরণ এর দায়িত্ব।

ঙ) পঞ্জীয় বিবরণ সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য পরিষেবা দেওয়া এর প্রধানতম দায়িত্ব।

চ) জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি ও পুঁথি সংরক্ষণ ও সংগ্রহ এর দায়িত্ব।

ছ) আন্তর্জাতিক পঞ্জীয় কার্যাবলির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে এই সংস্থা অঙ্গীকারবদ্ধ।

জ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঋণসংক্রান্ত বিষয়ে পরিষেবাদান এই গ্রন্থাগারের দায়িত্ব।

জাতীয় গ্রন্থাগারের কার্যক্রম নিয়ে এর পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য আলোচনাচক্র বিশ্বের একাধিক প্রান্তে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬৩-তে বাঙ্গার -এ 'বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার সমিতির গবেষণা পরিষদের' যৌথ উদ্যোগে যে আলোচনাচক্র সংগঠিত হয়েছিল তাতে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বের তাবৎ গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ। মিস্টার আই বি ম্যাগনুসেন স্ট্যাটস 'বিবলিওথেকে'র গ্রন্থাগারিক জাতীয় গ্রন্থাগারের সাতটি উল্লেখযোগ্য কার্যাবলির সুপারিশ করেন। সুপারিশগুলো নিম্নলিখিত —

ক) জাতীয় সাহিত্যের সংগ্রহ।

খ) বৈদেশিক সাহিত্যের সংগ্রহ।

গ) বই সংগ্রহশালা হিসাবে ভূমিকা পালন।

ঘ) সংগ্রহশালায় জনসাধারণের প্রবেশাধিকার সুরক্ষিত করা।

ঙ) তথ্য পরিষেবা দান এবং পঞ্জীয় সেবাসংক্রান্ত কার্যাবলি প্রদান।

চ) প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা।

ছ) জাতীয় গ্রন্থাগার পরিষেবা সংক্রান্ত পরিষেবায় অংশগ্রহণ।

গ্রন্থাগার পরিষেবার উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জাতীয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন অংশে ইউনেস্কো জাতীয় গ্রন্থাগারের উন্নয়ন ও সমস্যা নিয়ে বহু আঞ্চলিক সভা করেছে। এই সভাগুলির মধ্যে ফিলিপাইন্সের রাজধানী ম্যানিলায় ৩ থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারি 'এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাতীয় গ্রন্থাগারের উন্নয়ন ও পরিকল্পনা সংক্রান্ত আলোচনা উল্লেখযোগ্য।' এই সম্মেলনে স্পষ্টভাবে জানানো হয়,

"The functions of a National library were largely defined by the social, cultural, economic and geographical conditions of the country in which it was located."[৮]